যুগান্তর

JUN. 30 2002

ছাত্ররাজনীতি এক সংক্রামক ব্যাধি

গত ১৫ জুন যুগান্তরে 'সনি হত্যা, টেন্ডারবাজি ও ছাত্ররাজনীতি' শিরোনামে প্রকাশিত আপনার নিবন্ধের বক্তব্যের সঙ্গে একমত হওয়া গেল না। প্রকৃত অর্থে দেশের সাধারণ মানুষ ছাত্ররাজনীতি নিয়ে আগে তেমন মাথা ঘামায়নি। কিন্তু এখন তাদের কাছে ছাত্ররাজনীতি একটা অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়। তাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণা, ছাত্ররাজনীতি সংক্রামক ব্যাধি ছাড়া আর কিছু নয়। এই ব্যাধির কারণেই এতদিন ধরে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কলুষিত হয়ে আসছে। শিক্ষাঙ্গনে আজকের সন্ত্রাস, টেন্ডারবাজি, অস্ত্রবাজি ইত্যাদি ছাত্ররাজনীতিরই কুফল। এ দেশে যারা ছাত্ররাজনীতি করে নেতা হয়েছেন, তারাও কমবেশি এ ব্যাধিতে আক্রান্ত। ক্ষমতায় গিয়ে তারাই এসব সন্ত্রাসী, টেন্ডারবাজ ও অস্ত্রবাজ ছাত্রকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন। সাধারণ মানুষের কাছে এসব আর অজানা নেই। আর তাই ছাত্ররাজনীতির সপক্ষে কারও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও মনগড়া বক্তব্যের প্রতি তাদের কোন আগ্রহ নেই। তাদের একটাই দাবি, ছাত্ররাজনীতি বন্ধ হোক। সনি হত্যার পরও যারা বলেন ছাত্ররাজনীতি ভাল; তখন স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে– আসলেই এদেশে জ্ঞানপাপী কারা? অবশ্য এদেশের ছাত্র আন্দোলন ও ছাত্র সংগ্রামের একটি গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে। জনগণ গর্বের সঙ্গে তা স্মরণ করে। ভবিষ্যতেও ছাত্ররা আরও অবদান রাখুক– এটাই সবার প্রত্যাশা। কিন্তু প্রশ্ন, ছাত্র সংগ্রামের সঙ্গে দলীয় রাজনীতির সম্পর্ক কি? এদেশে মহান মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে। তখন তো কোন মুক্তিযোদ্ধাকে কোন রাজনৈতিক দলের খাতায় নাম লেখাতে হয়নি।

আপনি ছাত্রদের টেন্ডারবাজি প্রসঙ্গে লিখেছেন– 'সব ছাত্র টেন্ডারবাজি করে না। অধিকাংশ টেন্ডারবাজ অছাত্র।' কলামের অন্য জায়গায় লিখেছেন, 'এদেশে বেঁচে থাকার জন্য ছাত্রদের টেন্ডারবাজি করতে হয়।' ব্যাপারটা কি আসলেই তাই? আজকাল উচ্চ পর্যায়ের অধিকাংশ সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ছাত্ররা টেন্ডারবাজি করছে। এ কাজ করে তারা অনেকেই এখন লাখপতি। ভবিষ্যতে কোটিপতি হওয়ার স্বপ্নও তারা দেখছে। তারা নিজেদের স্বার্থেই অছাত্রদের কাছে টেনে নিচ্ছে। এটা কি শুধু বাঁচার তাগিদে? এসব টেন্ডারবাজ ছাত্রের সংখ্যা কত সেটা বড় কথা নয়। একটি রোগাক্রান্ত মাছ যেমন জলাশয়ের পানি দূষিত করে, ঠিক তেমনি এই টেন্ডারবাজ ছাত্রদের কারণে শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে– এটাই বড় কথা। এর চেয়ে নির্মম সত্য–আর কি হতে পারে? এসব টেন্ডারবাজের কারণে এখন নিরীহ ছাত্রদেরও প্রাণ দিতে হচ্ছে। এরপরও যদি কেউ টেন্ডারবাজদের পক্ষে কথা বলেন, তবে নিঃসন্দেহে বলতে হয়, 'ওরাও তাদেরই দলে।'

মোঃ আবু জাফর
ডি-৭৭, নিউ টাউন, কুষ্টিয়া